আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাঙ্ক-২০১৭-এর ৫২ তম বার্ষিক সম্মেলন, গান্ধীনগর (মে ২২-২৬, ২০১৭)

১) আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাঙ্কের ৫২ তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে গান্ধীনগর, গুজরাতে, ২২-২৬ মে, ২০১৭। এই প্রথম এএফডিবি-র বার্ষিক সম্মেলন ভারতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই বৈঠক ব্যাঙ্কের সব থেকে বড় বার্ষিক অনুষ্ঠান এবং বিশ্বব্যাপী ব্যাঙ্কে প্রোফাইল বাড়াতে আয়োজন করা হয়। পরিচালন সমিতির এই বার্ষিক সভা ছাড়াও এই বৈঠকে একত্রিত হবেন প্রায় ৩০০০ প্রতিনিধি এবং অংশগ্রহণকারী, এখানে কর্মকর্তাদের পরিকল্পনা, জ্ঞান এবং অন্যান্য ভাবনা-চিন্তা নিয়ে আলোচনা হবে। ৫৪টি আফ্রিকান আঞ্চলিক দেশের এবং ২৭টি অ-আঞ্চলিক দেশের (ভারত-সহ) ব্যাঙ্কের গর্ভনর এখানে যোগ দেবেন। এই বার্ষিক সম্মেলন আফ্রিকা ও তার বাইরের সংশ্লিষ্ট সরকারের, বাণিজ্য, সুশীল সমাজ, চিন্তাবিদের একটি অনন্য মঞ্চ— যেখানে আফ্রিকার উন্নয়ন, এবং ব্যাঙ্কের ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মত বিনিময় করা সম্ভব।

২) প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। অর্থমন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলি হলেন এএফডিবি-এর ভারতের গর্ভনর, যিনি বৈঠকের সভাপতিত্ব করবেন। রাষ্ট্র বা সরকারের প্রধান যাঁরা বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন—

সেনেগাল-মহামান্য প্রেসিডেন্ট ম্যাকি সল
বেনিন প্রজাতন্ত্র- মহামান্য প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক টালোন
আই ভোরি কাস্ট প্রজাতন্ত্র- মহামান্য ভাইস প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল কাবালান দুনকান
কোমারোস ইউনিয়ন-মহামান্য ভাইস প্রেসিডেন্ট ডি. এ. এস হাসানি

৩) উপরে উল্লিখিত ছাড়াও, ঘানার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মহামান্য জন ডিরামানি মাহামা ২০১৭-বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করবেন।

৪) আফ্রিকার কৃষি ব্যবস্থা এবং ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উন্নয়নশীল কাজের উপর গুরুত্ব দিয়ে ২০১৭ সালের বার্ষিক বৈঠকের থিম- 'আফ্রিকায় সম্পদ তৈরির জন্য কৃষির রূপান্তরকরণ'। গ্রামীন ও কৃষি রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে ভারত ও আফ্রিকার মধ্যে বৃহত্তর সংযোগ সাধনের সুযোগ রয়েছে, যার ফলে গ্রামীণ মানুষের দরিদ্রতা হ্রাস এবং গ্রামাঞ্চলে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য দীর্ঘ পদক্ষেপ হবে।

৫) আফ্রিকার উন্নয়নশীল ফোরামে ভারত যোগদান করে ১৯৮২ সালে এবং ব্যাঙ্কের সদস্য হয় ১৯৮৩ সালে। ভারত ব্যাঙ্কের অ-আঞ্চলিক সদস্য। ভারত এবং আফ্রিকার মধ্যে মজবুত সম্পর্ক বিদ্যমান এবং আমাদের ইতিহাস এবং বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষেত্রে আমাদের

মধ্যে বহু মিল রয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে আমাদের সম্পর্ক মজবুত করার জন্য আমরা বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

৬) ২০১৫ সালে ভারত-আফ্রিকা শিখর সম্মেলন একটি মহান সাফল্য। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের লাইন অফ ক্রেডিট ঘোষণা, আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে আরও গঠনমূলকভাবে আমাদের যুক্ত হওয়ার মানসিকতাকেই তুলে ধরে। ভারতের এই ঋণ সহায়তা শুধুমাত্র আফ্রিকান দেশগুলির বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য করেছে তাই নয়, একইসঙ্গে সহযোগিতা করছে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে, তথ্য-প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও। ভারতে এএফডিবি বৈঠক আমাদের সঙ্গে আফ্রিকান দেশগুলির অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও মজবুত করবে, এমন কতকগুলি প্রকল্পের পরিকল্পনা নেওয়া হবে।

৭) বার্ষিক বৈঠকের সময়, জিওআই কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রি (সিআইআই) এর সঙ্গে অংশীদারিত্বে আয়োজন করবে একটি ভারত-আফ্রিকা সংলাপের। ওই সেশনে ভারতীয় শিল্প ও সংগঠনের ব্যাপারে ব্যাঙ্কের উচ্চ পাঁচ উদ্দেশ্যের উপর আলোকপাত করা হবে— বিশেষ করে ভারতীয় শিল্প সংগঠন কীভাবে আফ্রিকার শিল্পায়নে সাহায্য করবে এবং একটি বিশ্বজনিন বন্ধন (জিভিসি) তৈরি করা যায়, তা একটি রূপরেখা তৈরিতে সাহায্য করবে।

৮) ভারত সরকার প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, সক্রিয়তার ক্ষেত্রে ভারতীয় কোম্পানির দক্ষতা প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের বার্ষিক সভায় ফিকির সঙ্গে অংশীদারিত্বে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে, যা আফ্রিকান দেশগুলির পক্ষেও প্রসাঙ্গিক হতে পারে। প্রদর্শনীতে ব্যাঙ্কের বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যেখানে 'উচ্চ পাঁচ'-এর (শক্তি, স্বাস্থ্যসেবা এবং ফার্মা, কৃষি, শিল্পায়ন, ই-গর্ভনেন্স) গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৯) বৈঠকের পাশাপাশি আমরা 'আন্তর্জাতিক সৌর জোট' বিষয়ক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। অনুষ্ঠানে আইএসএ চুক্তির রূপরেখা নিয়ে একটি সই সংগ্রহ করা হবে এবং এছাড়াও আমরা যে সব দেশ অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেছে, তাদের কাছ থেকে অনুমোদনের নথি সংগ্রহ করব। এখনও পর্যন্ত ২৫টি দেশ আইএসএ-এর রূপরেখা চুক্তিতে সই করেছে। গুয়াতেমালা, জিবুতি, আইভোরি কোস্ট, ঘানা, চাদ, কোমোরোস, মরিশাস, ইয়েমেন এবং সোমালিয়া রূপরেখা চুক্তিতে সই করার বিষয় সম্মত হয়েছে। ভারত, ফ্রান্স, নাউরু, এবং ফিজি ইতিমধ্যেই আইএসএ রূপরেখা চুক্তিতে সই করেছে। মরিশাস এবং কোমোরোস শীঘ্রই রূপরেখা চুক্তিতে সই করবে। আইএসএ আইনত স্বীকৃতি পাবে যখন ১৫ টি দেশ রূপরেখা চুক্তিতে সই করবে।

১০) এই অনুষ্ঠানের প্রাথমিক লক্ষ্য আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় করা এবং ভবিষ্যতে আফ্রিকার সঙ্গে আমাদের সহযোগিতার সম্পর্ককে আরও মজবুত করা। ব্যাঙ্কগুলির উন্নয়নমূলক অগ্রগতি এবং আফ্রিকার সঙ্গে অগ্রগতি ও সংযুক্তির বিষয়ে ভারতের অভিজ্ঞতা, যৌথ সহযোগিতার বিপুল সম্ভাবনা তৈরি করবে।

১১) আফ্রিকার উন্নয়নে ভারত-জাপান যৌথ উদ্যোগের বিষয়ে একটি বিশেষ সেশনের আয়োজন করা হয়েছে। পার্শ্ব অনুষ্ঠানে, জাপান এক্সটারর্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (জেইটিআরও), জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জেআইসিএ) এবং জাপান ব্যাঙ্ক অফ ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন (জেবিআইসি) ভারত এবং আফ্রিকা-সহ আফ্রিকার উন্নয়নশীল ব্যাঙ্ক— তাদের সহযোগি সংস্থার অংশীদারিত্বে, আলোচনা হবে আফ্রিকায় অর্থনীতির উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য ভারত-জাপানের মধ্যে প্রাইভেট-পাবলিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আফ্রিকার বাণিজ্যের উন্নয়ন নিয়েও।

১২) গান্ধীনগরের এই বৈঠক হল চতুর্থবার, যখন এএফডিবি-র বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আফ্রিকার বাইরে। প্রথম এ ধরণের বৈঠক হয়েছিল স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ায়, ২০০১ সালে; দ্বিতীয় দফায় চিনের সাংহাইতে, ২০০৭ সালে; তৃতীয়বার পর্তুগালের লিসবনে ২০১১ সালে। এএফডিবি-র এ পরবর্তী বৈঠক ধার্য করা হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে, ২০১৮ সালে।

নয়াদিল্লি
মে ১৯, ২০১৭